গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম

বিগত ০১ বছরের অর্জনসমূহ

১৫ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম এর পরিচিতি

পটভূমি:

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি একটি সরকারি মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের নটিক্যাল ক্যাডেট, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেট, ডেক অফিসার এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এটি চট্টগ্রাম শহরের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে জুলদিয়া এলাকায় কর্ণফুলী নদী এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত, বাংলাদশে মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা IMO 'STCW Convention' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতভাবে দক্ষ ও চৌকস ৫৬০০ জন (পাঁচ হাজার ছয়শত) মেরিন ক্যাডেট প্রশিক্ষিত করেছে। বর্তমানে ৫৯ তম ব্যাচে ১৬৩ জন (১২ জন ফিমেল ক্যাডেটসহ) এবং ৬০ তম ব্যাচে ১৪৫ জন (১৯ ফিমেল ক্যাডেটসহ) ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছে।

ভিশন : বিশ্ব মানের মেরিটাইম নেতৃত্ব তৈরী করণ।

মিশন : অন্তত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম বিশ্বমানের মানব সম্পদ গড়ে তোলা।

প্রধান কার্যাবলী :

- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে আন্তর্জাতিক মানের নৌ-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
  (১) প্রি-সী (নটিক্যাল সায়েন্স) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
  (২) প্রি-সী (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
  (৩) বিএমএস (অনার্স ইন নটিক্যাল সায়েন্স) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
  (৪) বিএমএস (অনার্স ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
  (৫) প্রিপারেটরী কোর্স এবং এনসিলিয়ারী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।

অর্জনসমূহ:

ক) ক্যাডেট প্রশিক্ষণ:

১) ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ৫৮ ব্যাচের ২৩৮ জন ক্যাডেট (২৯জন ফিমেল ক্যাডেটসহ) পাস আউট করেছে।
২) ১৬১৪ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৪১৭ (অনার্স, এ্যানসিলিয়ারি ও প্রিপারেটরিসহ) জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

খ) ক্যাডেটদের চাকুরী নিশ্চিতকরণ:

১) বিগত ০১ বছরে ৫৭ ও ৫৮ তম ব্যাচের পাসআউটকৃত মোট ৩৫০ জন ক্যাডেটের চাকুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে অতিসম্প্রতি চারজন ক্যাডেটকে চায়না ভিত্তিক এমসি গ্রুপ এবং আরো পাঁচজনকে ইউকে ভিত্তিক সেল-শীপ ম্যানেজমেন্টে চাকুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

২) ১৮ জন ফিমেল ক্যাডেটদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিদেশি জাহাজে চাকুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও দুইজন ফিমেল ক্যাডেটকে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক এক্সপ্রেস ফিডারে এবং আরো দুইজনকে জার্মানি ভিত্তিক ওলডেন ডর্ফ ক্যারিয়ারে চাকুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

গ) ক্যাডেটদের চাকুরীর বাজার সম্প্রসারণ:

৬টি নতুন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিদেশি শিপিং কোম্পানী এবং বাংলাদেশী প্রাইভেট শিপিং কোম্পানীতে ক্যাডেটদের চাকুরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

1. Shell Ship Management, UK
2. Nakilat Shipping Co., Qatar
3. Oldendorrf Carriers, Lubek, Germany
4. Hafnia Shipping, Singapore
5. X-Press Feeders, Singapore
6. Eastway Ship Management, Singapore

ঘ) একাডেমির আন্তর্জাতিক অবস্থান সমুন্নতকরণ:

অতি সম্প্রতি (০৫.০৯.২০২৫ তারিখে) এই একাডেমির সাথে ফিলিপাইনের 'মেরিটাইম একাডেমি অব এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক'-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকের ফলে যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তার লাভ করবে; যা গবেষণা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধন এবং প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

ঙ) রাজস্ব **আয়:**

বিগত অর্থবছরে ৩,০০,০০,০০০/- টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪,৩৫,০৫,০০০/- টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

চ) বাজেট ব্যবস্থাপনা:

বিগত অর্থবছরে পরিচালন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত ২৯,১৪,২২,০০০/- টাকার বিপরীতে ২৫,০৯,৮৯,০০০/- টাকার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় নির্বাহের পরিমান ৮৬.১৩%।

ছ) অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করণ:

বিগত বছরের আগস্টে অডিট আপত্তি ছিল ৩৩ টি এবং জড়িত টাকার পরিমান ছিল ১০.৫১৭৪ কোটি টাকা (২৫টি অগ্রিম আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমান ৮.৮৭৫০ কোটি টাকা এবং ০৮টি সাধারন আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমান ১.৬৪২৪ কোটি টাকা)।

তন্মধ্যে বিগত ০১ বছরে ০৯টি আপত্তি নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। নিস্পত্তিকৃত মোট টাকার পরিমান ৫.৮৪৫৯ কোটি টাকা (নিস্পত্তিকৃত ৮টি অগ্রিম আপত্তির জড়িত টাকার পরিমান ৫.৮৩৩৬ কোটি টাকা এবং ০১টি সাধারন

আপত্তির জড়িত টাকার পরিমান ০.০১২৩ কোটি টাকা)।

জ) কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন:

বিগত ০১ বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭২ জনকে ১০,৩২০ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঝ) ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত অত্র একাডেমিকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করণের লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ১১৪৯৬.৬১ লক্ষ টাকার "অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। বিগত ০১ বছরে উক্ত প্রকল্পের ২৫% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ১৮.৬৮৯৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। উল্লেখ্য বিগত অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল ৯৯.৪৫% এবং মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এই একাডেমি ২য় স্থান অর্জন করেছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য-

১। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের মানন্নোয়নের স্বার্থে পুরাতন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ-কে ভেঙ্গে মেরিন ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত ভবনের স্থাপত্য ও ষ্ট্রাকচারাল নকশা সম্পন্ন হয়েছে।

২। নটিক্যাল ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের মানন্নোয়নের স্বার্থে পুরাতন রাডার ভবন-কে ভেঙ্গে নতুন রাডার ভবন এবং সী-ম্যান শীপ ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত ভবনেরও স্থাপত্য ও ষ্ট্রাকচারাল নকশা সম্পন্ন হয়েছে।

৩। একাডেমির জরাজীর্ণ পুরাতন অডিটোরিয়ামটি ভেঙ্গে জাহাজের আদলে নবরুপে আধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত ভবনেরও স্থাপত্য ও ষ্ট্রাকচারাল নকশা সম্পন্ন হয়েছে।

৪। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবসন সংকট নিরসনকল্পে বিগত ০১ বছরে ১৫০০ বর্গফুট অফিসার্স কোয়ার্টার, ১২৫০ বর্গফুট অফিসার্স কোয়ার্টার এবং ৮০০ বর্গফুটের ২ টি স্টাফ কোয়ার্টারের সকল ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ব্লক গাথুনি, প্ল্যাস্টার, স্যানিটারি ফিটিংস ও অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে উক্ত প্যাকেজের ৬৪% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

৫। পূর্ত প্যাকেজ ৩-এর আওতায় প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারনের কাজ শুরু হয়েছে। এরমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই, ব্লক গাথুনি, প্ল্যাস্টার এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, স্যানিটারি ফিটিংস ও অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।

৬। একাডেমির ক্যাডেট ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামাজের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে ৬০০ জনের ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪ তলা বিশিষ্ট নতুন মসজিদের কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত ভবনের ২৯টি বেজের মধ্যে ২৮টির ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও শর্ট কলাম ঢালাইয়ের কাজ চলমান আছে।

৭। ব্যাচেলর কর্মচারিদের জন্য অত্র একাডেমিতে কোন আবাসন সুবিধা ছিল না। তাদের সুবিধার্থে ৭২ জনের বাসযোগ্য ০১টি ষ্টাফ ডরমেটরি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ষ্টাফ ডরমেটরি ভবনের সকল ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ব্লক গাথুনিসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।

৮। ব্যাচেলর কর্মকর্তাদের জন্যেও অত্র একাডেমিতে কোন আবাসন সুবিধা ছিল না। তাদের সুবিধার্থে ১৮ টি কক্ষ বিশিষ্ট ০১টি অফিসার্স ডরমেটরি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত ভবনের ২টি ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্যাকেজ-৩ এর আওতায় ৪৮% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

৯। ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের মানন্নোয়নের স্বার্থে পুরাতন সুইমিংপুল ভবন-কে ভেঙ্গে জিমনেশিয়ামসহ নতুন সুইমিংপুল ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত ভবনেরও স্থাপত্য ও ষ্ট্রাকচারাল নকশা সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ভবনের বেজ ঢালাই এর কাজ চলমান। অতিসম্প্রতি উক্ত কাজ শুরু হওয়ায় প্যাকেজ-৪ এর আওতায় ০৪% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

১০। একাডেমির নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা কক্ষসহ ০১টি নান্দনিক নকশার প্রধানফটক এবং সেন্ট্রিপোস্ট প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও জরাজীর্ণ সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে নতুনভাবে সীমানা প্রাচীর এবং সীমানা প্রাচীর জুড়ে ৬ ফিট প্রশস্ত ওয়াকওয়ে তৈরির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত স্থাপনাসমূহের স্থাপত্য ও ষ্ট্রাকচারাল নকশা সম্পন্ন হয়েছে।

১১। একাডেমির বৈদ্যুতিক পরিষেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ০১টি ১০০০ কেভিএ সাব স্টেশনভবন স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে স্থাপনাটির ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১২। একাডেমির সুপেয় পানির সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ০২টি ডিপ টিউবওয়েলসহ ০১টি পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত স্থাপনাসমূহের স্থাপত্য ও ষ্ট্রাকচারাল নকশা সম্পন্ন হয়েছে।

১৩। একাডেমির ক্যাডেট ও বসবাসরতদের চলাচলের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নতুন রাস্তা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে মাষ্টার ড্রেন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

১৪। একাডেমির ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষন আরো উন্নত করতে পুরাতন যন্ত্র প্রদর্শনী হলটি ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যা চলমান প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি-তে পেশ করা হবে।

১৫। একাডেমির পোষ্ট-সী মেইল ক্যাডেটদের থাকার জন্য আবাসন সুবিধা থাকলেও পোষ্ট-সী ফিমেল ক্যাডেটদের বসবাসের জন্য কোন সু-ব্যবস্থা নেই। তাই তারা এতদিন বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল। এ বৈষম্য নিরসনকল্পে ০১টি পোষ্ট-সী ফিমেল ক্যাডেট ব্লক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যা চলমান প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি-তে পেশ করা হবে।

১৬। একাডেমি ক্যাম্পাসটি দৃষ্টিনন্দন হওয়ায় দেশি-বিদেশি, উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ একাডেমিতে পরিদর্শনের জন্য আসেন। কিন্তু তাদের থাকার জন্য কোন উন্নত মানের রেষ্ট হাউজ নেই। তাই একাডেমির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার স্বার্থে ০১টি ১৮ কক্ষ বিশিষ্ট রেষ্ট হাউজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যা চলমান প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি-তে পেশ করা হবে।

মোঃ মনজুরুল কবীর
কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম